06 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

সংবাদ

# যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষায় সবচেয়ে এগিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা

সংবাদ ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। আব্রাহাম লিঙ্কনের আগ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের হাহাকার ছিল মার্কিন ইতিহাসের চরম এক কালো অধ্যায়। তবে দিন তো অনেকখানিই বদলে গেছে। কালো সেই অধ্যায়কে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার অনন্য নিদর্শন রেখেছেন কৃষ্ণাঙ্গরা।

সামাজিক দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের এখনও ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হলেও শিক্ষার দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন সবচেয়ে এগিয়ে আছে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা। মার্কিন শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট প্রাপ্ত ডিগ্রিগুলোর মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা ৬৬ শতাংশ ব্যাচেলর ডিগ্রি, ৭১ শতাংশ মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ৬৫ শতাংশ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

কলেজে যাওয়ার হারও উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়েছে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের। পূর্বের তুলনায় ১০-১৫ শতাংশ বেড়েছে এই হার। একই সময়ে শ্বেতাঙ্গদের কলেজ যাওয়ার হার অনেকটাই কমেছে। আগের ৮৪ শতাংশ থেকে নেমে এখন ৬০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের ক্ষেত্রে পড়াশোনার চিত্রটাই পাল্টে গেছে। শ্বেতাঙ্গ, এশীয়, হিস্পানিক পুরুষ বা নারী সবার মধ্যে এগিয়ে রয়েছেন তারা।

কৃষ্ণাঙ্গরা পড়াশোনাতে অনেক বেশি এগিয়ে তবে বৈষম্য আছে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের অবস্থান একেবারেই সন্তোষজনক নয়। নারীরা অনেক সময়ই কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে পুরুষদের হেনস্থার শিকার হন। আর যদি তারা কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয় বা হিস্পানিক হয়ে থাকেন, তবে তো কথাই নেই। বহুবার এ নিয়ে নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও কাজ তেমন কিছুই হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রে মাত্র ৮ শতাংশ পদে চাকরি পাচ্ছেন কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা। এর মধ্যে মাত্র দেড় শতাংশই উচ্চপদে পৌঁছতে পারেন।

এক জরিপ অনুসারে দেখা যায়, ২০১৪ সালে সাধারণ শ্রমিক বা অপেক্ষাকৃত কম গুররুত্বপূর্ণ পদে এশীয়, কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিক নারীরা মিলে মাত্র ১৭ শতাংশ পদে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক পদে এই হার কমে এসেছে ৪ শতাংশের নিচে। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে সংখ্যাটা কমে হচ্ছে ৩ শতাংশেরও কম।